মৌজা- মাইজদী   জে এল নং-৯৮

মির শ্রেণী	দাগের মোট পরিমাণ		দাগের মধ্যে অত্র খতিয়ানের হিস্যা	দাগের মধ্যে অত্র খতিয়ানের জমির পরিমাণ		রাজস্ব	মন্তব্য
	এঃ	শঃ		এঃ	শঃ		
নাল			অংশে	০	০২৫০		৪৩২৪ নং খতিয়ান হতে আগত
ভিটি			,,	০	০০৫০		,,
নাল			,,	০	০২০০		,,
				মোট ০	০৫০০		

মোট পাঁচ শতক মাত্র

পরীক্ষা করে সঠিক
ক্ষর করিলাম

জমাখারিজ নথি নং-১৮৫৬/১১-১২ এর
০৪/১২/২০১১ তারিখের আদেশ
মোতাবেক প্রস্তুতকৃত

উপজেলা ভূমি অফিসার
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

বাংলাদেশ ফরম নং- ৫৪৬৩-এ, নূতন খতিয়ান (পরিবর্ধিত)

জিলা- নোয়াখালী

উপজেলা- নোয়াখালী সদর

খতিয়ান নং	মালিকের নাম ও ঠিকানা	অংশ	দাগ নং	জ
৪৯৪৫	নারগিস আক্তার স্বামী-হারুন অর রশিদ সাকিন-অনন্তপুর উপজেলা-বেগমগঞ্জ জেলা-নোয়াখালী ।	১	১০০১ ১০০৩ ১০২১	
		১	তিন দাগ মাত্র	
	প্রস্তুতকৃত খতিয়ান স্বাক্ষর করিলাম		প্রস্তুতকৃত খতিয়ান পেয়ে স্বা	
			মোঃ	

বাঃ সঃ মুঃ ৯০/৯১-১০০৩৭ জে- ৫০ লক্ষ কপি, ১৯৯০

বাংলাদেশ ফরম নং ২২২

বহি নং ১৪৪৩১ পৃষ্ঠা ১০

ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদ বহি

[See Rule 277 *(ii)*, *(vi)* and *(xi)* of the Bengal Practice and Procedure Manual]

চেক রসিদ নং .....

তারিখ .....

কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত .....

কাহার বাবদ .....

কে জন্য .....

টাকা

মোট .....

কথায় লিখিতে হইবে

আদায়কারী অফিসারের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ — জনসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে কেবলমাত্র সরকারি মুদ্রিত রসিদ ত ক্রমিক নম্বরযুক্ত প্রদত্ত রসিদই গ্রহণযোগ্য হইবে।

২০১০/১১-১০০২৫কমসি—৫০,০০০বই (মুদ্রনাদেশ নং ৫৩/১০-১১) ২০১১।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রেজিস্ট্রারিং অফিসারদের প্রতি উপদেশাবলী

রেজিস্ট্রি আইনের কতিপয় ধারার পূর্বাভাস ঃ

রেজিস্ট্রারিং অফিসারদের প্রধান কাজ হইতেছে, দলিল রেজিস্ট্রি করা, উহা ব্যবস্থা করা এবং পক্ষগণকে দলিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। রোধকল্পে রেজিস্ট্রি আইনের সৃষ্টি। দলিলকে কেন্দ্র করিয়াই রেজিস্ট্রি সকল কর্ম আবর্তিত হয়। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প নিয়মানুযায়ী লিখিত কোন নামই দলিল। দলিল প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

কতগুলির রেজিস্ট্রেশন আবশ্যিক,

কতগুলির রেজিস্ট্রি বাদধ্যতামূলক নহে। সেগুলি রেজিস্ট্রি করিয়া লওয়া ভাল।

সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন আবশ্যিক তাহা ১৭(১) প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন ঐচ্ছিক তাহা ১৮ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। ১৭ দুই ভাগে বিভক্ত, ইহার (১) অংশে যে সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ধারায় ২ প্রকরণে কতিপয় বিশেষ দলিলের যাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নহে। যেখানে আইন দলিল আবশ্যিক বলিয়া আদেশ করিতেছে সেই ধরনের দলিল রেজিস্ট্রেশন বলিয়া আদেশ করিতেছে সেই ধরনের দলিল রেজিস্ট্রেশন না করিলে কি ৪৯ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। যেক্ষেত্রে দলিলে রেজিস্ট্রেশন আবশ্যিক, দলিল রেজিস্ট্রি না করিলে অশুদ্ধ হইবে এবং উহা আদালতে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত দলিল কখন হইতে কার্যকর হইবে তাহা ৪৭ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। অ-দলিলের চাইতে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের প্রাধান্যের বিষয় ৫০ ধারায় লিপিবদ্ধ রেজিস্ট্রি আইন সম্পর্কে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৯, ৫৪, ৫৯, ১০৭, ১১৮ ও অবশ্য পাঠ্য।

রেজিস্ট্রেশনকে এক প্রকার নোটিশ স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইলে রেজিস্ট্রেশন ৫৫ ও ৬৬ ধারার মর্মানুযায়ী কার্য করা আবশ্যক কর্তব্য।

স্থাবর সম্পত্তির দলিল রেজিস্ট্রি হইলে উহা ১নং রেজিষ্ট্রার বহিতে নকল হয় ও ৫৫ ধারাভুক্ত হয়। এইরূপে যে তারিখে দলিল রেজিস্ট্রি সম্পূর্ণ হইবে সেই তারিখ দলিল নোটিস স্বরূপ গণ্য হইবে।

বর্ণিত সম্পত্তি যদি একাধিক সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকাধীন থাকে, বেশির ভাগ যে সাব-রেজিস্ট্রারের এলাকাধীন, দলিল সেই সাব-রেজিস্ট্রি রেজিস্ট্রি হইবে। তবে উক্ত দলিলের এক খন্ড মেমো অন্য এলাকাধীন, দলিল

সেই সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরিত হইবে। মেমোসমূহ ১নং রেজিস্ট্রারের সহিত গাথিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা সূচিভূক্ত হইবার পর উক্ত দলিল নোটিস স্বরূপ গণ্য হইবে।

রেজিস্ট্রি আইন দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজেই আইনের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আইন সম্পর্কে সাব-রেজিস্ট্রারদের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। স্ট্যাম্প ভেন্ডারের সার্টিফিকেটের শুদ্ধতা পরীক্ষা করা সাব-রেজিস্ট্রারের কাজ নহে। তিনি নির্ধারিত পুরা মূল্যের স্ট্যাম্প আছে কিনা তাহা দেখিবেন।

অন্যের নামে কেনা স্ট্যাম্পে দলিল করায় আইনে বাধা নাই।

বেশির ভাগ দলিলে দুইজন সাক্ষী থাকিতে হইবে, তবে তমসুকে ১ জন সাক্ষী (ইস্যাদী) থাকিলেও চলিবে। বিভিন্ন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রির ধারা (ষ্ট্যাম্প আইন মতে) জানা না থাকিলে দলিলের রেজিস্ট্রেশনে ভ্রান্তি থাকিবে।

দলিল লেখক ব্যতীত দাতা নিজে দলিল লিখিয়া দাখিল করিতে পারেন।

৮৭ ধারায় কোন ত্রুটি সংশোধনীয় ঃ

১। ৬০ ধারায় সার্টিফিকেট ভুল করিয়া না দেওয়া।
২। সম্পত্তির বিবরণ দলিলে না লিখিয়া ২টি নোটে লেখা।
৩। ত্রুটিযুক্ত মোক্তারনামার বলে রেজিস্ট্রি কার্য সম্পন্ন হওয়া।
৪। একাধিক Representative এর মধ্যে একজন কর্তৃক দানপত্র রেজিস্ট্রিকরণ।
৫। ৩২ ও ৩৫ ধারামতে ক্ষমতাবান নহেন এমন লোক কর্তৃক দলিল দাখিল।
৬। সাব-রেজিস্ট্রার ঠিক আইনের নির্দেশমত কার্য সম্পাদনের ত্রুটি করিয়া রেজিস্ট্রি করিলে।
৭। নাবালককে সাবালক ভাবিয়া রেজিস্ট্রি করা।
৮। ৫৮ ধারা মতে সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রির অন্তে Endorsement-এ সহি করিতে ভুলিলে।
৯। রেজিস্ট্রি অফিসের মোহর দিতে ভুলিলে।
১০। রেজিস্ট্রি অফিস না হইয়া অন্যত্র দলিল গ্রহণ করিয়া রেজিস্ট্রি করা।
১১। ২৮ ধারার নিষিদ্ধ অপর এলাকার সম্পত্তি ভুলক্রমে রেজিস্ট্রি করা।
১২। রেজিস্ট্রিকারীর ভ্রম প্রমাদ যেমন ৮৭ ধারায় সিদ্ধ তেমনি তাহা পক্ষগণের ভ্রমবশতঃ কোন কার্য সম্পাদিত হইলেও সিদ্ধ হইতে পারিবে।

৮৭ ধারার অসংশোধনীর ত্রুটি ঃ

১। দলিলে সম্পত্তির পরিচয় সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ এমনভাবে থাকিলে যাহাতে সেটি কোন সম্পত্তি তাহা নির্ণয় করা না যায়।

২। যে দলিল যে বহিতে রেজিস্ট্রি হওয়া উচিত তাহা না হইলে।
৩। দলিল সম্পাদনকারী উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও দলিল রেজিস্ট্রি হইলে।
৪। সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পাদিত মোক্তারনামার বলে দলিল রেজিস্ট্রি হইলে।
৫। ৭৫ ধারার বলে রেজিস্ট্রি হইবার আদেশের ৩০ দিন পরে দলিল রেজিস্ট্রি হইলে।
৬। অন্য এলাকাভুক্ত সম্পত্তি অন্য এলাকায় রেজিস্ট্রি হইলে।
৭। রেজিস্ট্রি আইনে যে সময় নির্দিষ্ট আছে তাহা অতীত হওয়ার পর রেজিস্ট্রি হইলে।

রেজিস্ট্রেশন অগ্রাহ্য হইবার বিষয় ঃ

১। উপযুক্ত অফিসে অর্থাৎ যাহার এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি আছে, তথায় দাখিল না হইলে তাহা ফেরত দেওয়া হয়। [২৮ ও ২৯ ধারা]
২। যদি দলিল দেশের প্রচলিত ভাষায় লিখিত না হয় বা প্রচলিত ভাষায় উহার অনুবাদ ও উহার আর একখানি সঠিক নকল ঐ দলিলের সহিত না দাখিল করা হয়। [১৯ ধারা]
৩। আবশ্যকীয় তোলা পাঠ বা কাটকুটে যদি কৈফিয়ত না থাকে। [২০ ধারা]
৪। স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ চৌহদ্দি না থাকিলে। [২১ ও ২২ ধারা]
৫। যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ দলিল সম্পাদনের ৪ মাসের মধ্যে দলিল দাখিল না হয় বা কোন তারিখে দলিল সম্পাদন হইয়াছে তাহা দলিলে না দেওয়া থাকে বা ঠিক না করা যায়। [২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা]
৭। রেজিস্ট্রি ফি দিতে অস্বীকার করিলে।
৮। যদি ম্যাপ বা প্ল্যানের নকল দাখিল করা না হয়। [২১ (ঘ) ধারা]

নিম্নলিখিত কারণেও দলিল রেজিস্ট্রি অগ্রাহ্য হইতে হইবে

১। দলিল সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিলে। [৩৫ ধারা]
২। সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইতে পারিলে।
৩। সম্পাদনকারীর মৃত হইলে ও তাহার প্রতিনিধি বা এসাইন দলিল সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে। [৩৫ (২) ধারা]
৪। দলিল সম্পাদনকারী নাবালক, জড় প্রকৃতি বা উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হইলে। [৩৫ ধারা]
৫। দলিল সম্পাদনকারীর পরিচিত সম্বন্ধে সাব-রেজিস্ট্রারের সন্দেহ থাকিলে।
৬। দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইয়াছে এই কথা সাব-রেজিস্ট্রারের অবিশ্বাস হইলে। [৩৪ ধারা]

৭। যদি কোন আমমোক্তারকে কোন দলিলের সম্পাদন কার্য স্বীকার করিতে হয় এবং যদি তাহার আমমোক্তারনামা আইনসঙ্গত না হইয়া থাকলে, অথবা দলিল সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা এসাইন বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে।

৮। উইল বা দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা সম্বন্ধে দাতার মৃত্যুর পর উহা দাখিল হইলে রেজিস্ট্রি কর্মকর্তার নিকট উহার সম্পাদন সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে। [৪১ ধারা]

৯। নির্ধারিত ফি বা জরিমানা না দিলে। [২৫, ৩৪ ও ৮০ ধারা]।

রেজিস্ট্রারিং অফিসারদের আবশ্যিক করণীয় সমূহ ঃ

১। রেজিস্ট্রারিং অফিসারগণ নির্ধারিত সময়ের বাহিরেও কাজ করিতে অভ্যস্ত হইবেন। কারণ বৎসরের কোন কোন সময়ে কাজে চাপ বেশি পড়ে।

২। রেজিস্ট্রি কর্মকর্তা তাহার ডাইরীর প্রত্যেকটি কলাম যথাযথ পূরণ করিয়া নিয়মিত লিখিবেন।

৩। তিনি উপস্থিত দলিলসমূহ নিজে পরীক্ষা করিবেন।

৪। ফি বহি নিজ হস্তে লিখিবেন পক্ষগণের নিকট হইতে ফি নিজে গ্রহণ করিবেন।

৫। দলিলের এনডোর্সমেন্ট নিজে লিখিবেন।

৬। বাসস্থানে দাতার স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য তিনি নিজে ভিজিট সম্পন্ন করিবেন।

৭। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বিভাগীয় সার্কুলার সমূহ বার বার পড়িবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের উত্তর নিজে দিবেন।

৮। সংগৃহীত সরকারী ও নিয়মিত ট্রেজারীতে জমা দেওয়া সাব-রেজিস্ট্রারের অবশ্য করণীয়।

৯। মাসিক ও ত্রৈমাসিক বিবরণী সহ সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সদরে ও পরিদফতরে প্রেরণের উপরে তাহাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে।

১০। অধীনস্থ কর্মচারী অর্থাৎ সহকারী, মোহরার ও নকল নবীশদের নিকট হইতে নির্ধারিত কাজ আদায় করিয়া সময় মত দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করা ও পক্ষগণকে উহা দ্রুত প্রত্যর্পণ করা সাব-রেজিস্ট্রারদের দক্ষতার মাপকাঠি। কাজেই অধীনস্থদের সঠিকভাবে পরিচালনার দিকে তাঁহাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

১১। আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে তিনি সরকারী অর্থের যাহাতে কোন অনাস্থানে অপচয় না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কর্মচারী ও নকলনবিসদের প্রতি উপদেশাবলী ঃ

পক্ষগণের ভোগান্তি দূর করিয়া রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি জনপ্রিয় ও সফল করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারী ও নকলনবিসদের দায়িত্ব অপরিসীম। মূলতঃ রেজিস্ট্রি কার্যক্রমে তাহারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। দলিল রেজিস্ট্রির জন্য গৃহীত হইবার পর দলিল নকলই প্রাথমিক কাজ। বর্তমানে নকলনবিসগণই অধিকাংশ দলিল নকল করেন। দলিলের সহিত যেহেতু পক্ষগণের ভাগ্য জড়িত থাকে, তাই দলিল নকলের সময়ে নকলনবিসদের খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে। দাতা গ্রহীতার নাম, পরিচয় সহ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দাগ, খতিয়ান, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে নকল করিতে হইবে। ইদানিং প্রায়ই দেখা যায় দলিল নকলে অযত্নের ফলে পক্ষগণের হয়রানির অন্ত থাকে না। দলিল নকল শেষ হইতে নকলনবিসগণ উহা যথাযথ পাঠ ও তুলনা করিয়া সহি করিবেন। দলিল নকল যাহাতে স্পষ্ট ও শুদ্ধ হয় সেই দিকে খেয়াল রাখিবেন। নকলনবিসদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০০ শব্দ নকল করিবার নিয়ম থাকিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ২০০ হইতে ২৫০ শব্দ পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত নকল কাজে তাহাদের অনীহার কারণেই দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। অনেক অফিসেই দেখা যায়, বৎসরান্তে অসংখ্য দলিলের নকল বকেয়া রহিয়াছে। দলিল নকল বকেয়া রাখা গুরুতর অপরাধ। প্রত্যেক নকলনবিস প্রতি মাসে কম পক্ষে ১০০ দলিল বা ৫০০ পৃষ্ঠা করিলে দলিল নকল বকেয়া থাকিবে না।

স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে মোহরারগণ সাধারণত: দলিল নকল করিয়া থাকেন। চাকুরীতে স্থায়িত্বের অজুহাত তুলিয়া তাহারা বেশির ভাগ সময়েই কাজে ফাঁকি দেন। স্থায়ী মোহরারদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দলিল নকল বকেয়া থাকার অন্যতম কারণ। স্থায়ী কর্মচারী নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অপরাগতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাহাদের এই বিষয়ে বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত।

সহকারী রেজিস্ট্রি কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাব-রেজিস্ট্রারের পরেই তাহাকে মুখ্য ভূমিকা পালন করিতে হয়। অফিসের বিভিন্ন রেজিস্ট্রার যথাযথ সংরক্ষণ ব্যতীত তাহারা সাধারণতঃ দলিল সূচিভুক্ত করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবে সূচিভুক্ত করা অবশ্যকরণীয়। অনেক সময় দেখা যায় নকলনবিসগণ দলিল নকল করার পরও শুধু শুধুমাত্র সূচি হয় নাই বলিয়া পক্ষগণকে দলিল প্রত্যর্পণ করা যায় না। অফিসের অন্যান্য নির্ধারিত কাজ ব্যতীতও দলিল সূচি করার প্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

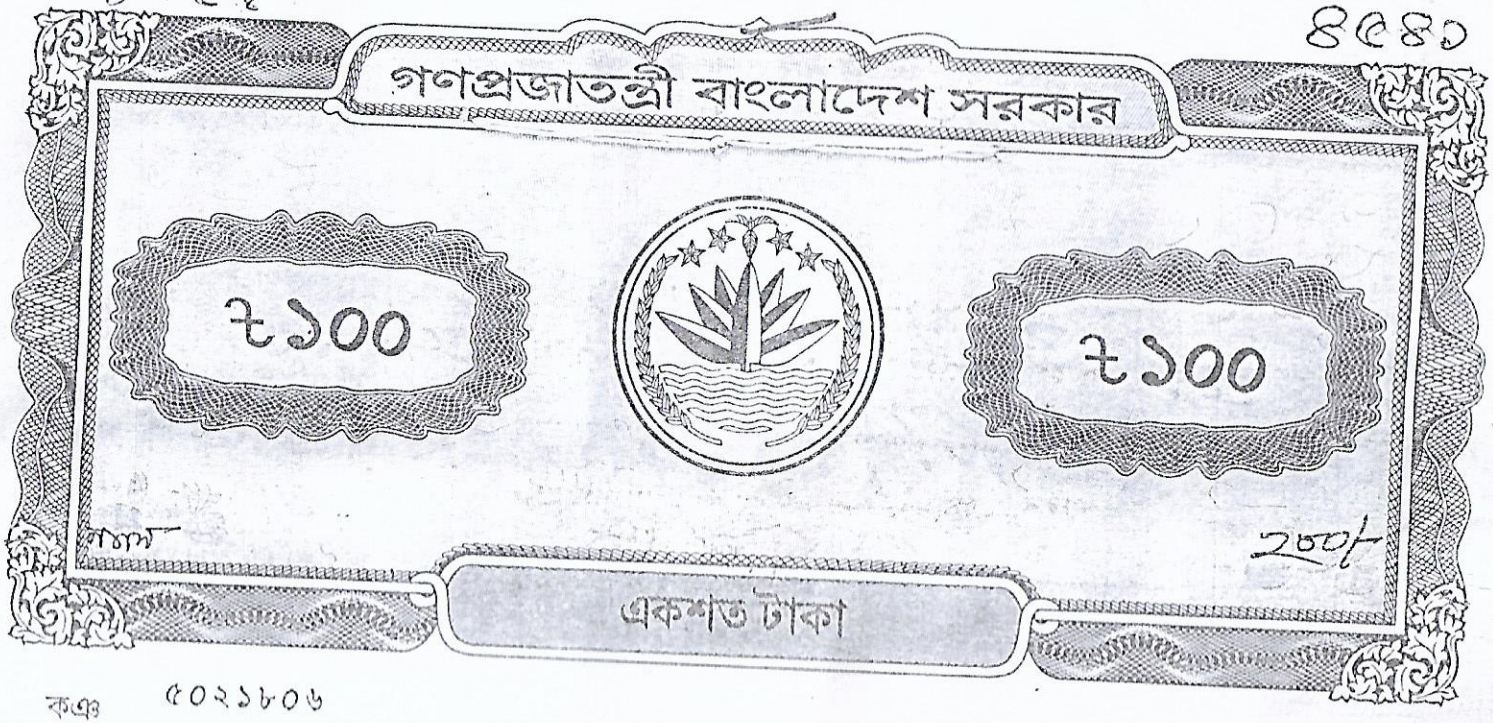
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৳১০০
৳১০০
একশত টাকা

মোহাম্মদ সেলিম মল্লিক
সদর সাব-রেজিস্ট্রার, ভোলা।
২৮/৭/৯৮

ক্রমিক নং.................. বহি নং ০১ দলিল নং ৪৫৪১

০১। রেজিষ্ট্রী অফিসের নাম ঃ সদর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, ভোলা।

০২। দলিলের সার সংক্ষেপ ঃ

দলিলের প্রকৃতি	মৌজার নাম	ইউনিয়ন	থানা/উপজেলা	জেলা
হেবা ঘোষনা পত্র	৮৬ নং চরসামাইয়া	চর সামাইয়া	ভোলা সদর	ভোলা

হস্তান্তররিত সম্পত্তির পরিমান	শ্রেণী	মূল্য (অংকে ও কথায়)
৭৫ (পচাত্তর) শতাংশ	নাল	৬,৫৫,০০০/-(ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা

৳২০
৳২০
বিশ টাকা

নাম ঃ আবুল খায়ের

পিতার নাম ঃ মৃত হযরত আলী

মাতার নাম ঃ মৃত বিবি ফাতেমা

জন্ম তারিখ ঃ ১২/০৮/১৯৬৫ ইং

ধর্ম ঃ ইসলাম

পেশা ঃ কৃষি

জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী

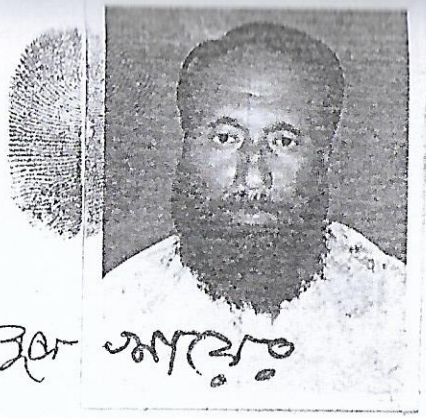

জাতীয় পরিচয় পত্র নং-২৬৯৭৬৮৯৪৭৮৬৭৩

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ চর নাপ্তা	
ডাকঘর ঃ ভোলা	
উপজেলা ঃ ভোলা সদর	
জেলা ঃ ভোলা	

বর্তমান ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ চর নাপ্তা
ডাকঘর ঃ ভোলা
উপজেলা ঃ ভোলা সদর
জেলা ঃ ভোলা

৳২০ ৳২০

বিশ টাকা

ঠ ৯৫০৯৫২৪

০৪। দলিল দাতার/দাতাগনের নাম ও ঠিকানা ঃ

পিতার নাম ঃ মৃত হযরত আলী

স্বামীর নাম ঃ মৃত খোরশেদ আলম

মাতার নাম ঃ বিবি ফাতেমা

জন্ম তারিখ ঃ ১৭/০৬/১৯৫৯ ইং

ধর্ম ঃ ইসলাম

পেশা ঃ গৃহিনী

জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী

জাতীয় পরিচয় পত্র নং-০৯১১৮৯৪৪৩২২৯৫

স্থায়ী ঠিকানা ঃ		বর্তমান ঠিকানা ঃ	
গ্রাম	ঃ চরগাজী	গ্রাম	ঃ চরগাজী
ডাকঘর	ঃ চন্দ্র প্রসাদ	ডাকঘর	ঃ চন্দ্র প্রসাদ
উপজেলা	ঃ ভোলা সদর	উপজেলা	ঃ ভোলা সদর
জেলা	ঃ ভোলা	জেলা	ঃ ভোলা

০৫। ক্ষমতাপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি/প্রতিনিধি/অভিভাবক এর নাম, ঠিকানা ও বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ- প্রযোজ্য নয়।

০৬। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ- প্রযোজ্য নয়।

ঙ ১১৮১২৭৪

০৭। হস্তান্তরিত জমির নূন্য পক্ষে ২৫ বছরের মালিকানার ধারাবাহিক বিবরণ ঃ (যথাযথ ক্ষেত্রে ওয়ারিশ বা বায়া দলিল সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ঃ) এবং হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে , সম্পত্তির দখল, ইজমেন্ট স্বত্ব এবং হস্তান্তর সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য (যদি থাকে) ইত্যাদির বিবরণ ঃ

জেলা-ভোলা, উপজেলা ও সদর সাবরেজিষ্ট্রী অফিস ভোলার অধীন হাল ৩০ নং তৌজিভুক্ত।

৮৬ নং জে.এল মৌজা চরসামাইয়া বর্তমান মালিক বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভোলা সদর তদাধীন এস,এ ৫৪৪ নং খতিয়ানে রেকর্ডীয় মালিক আবদুর রব রেকর্ড সূত্রে মালিক থাকেন। তৎপর আমি দাতা বিগত ২১/০৪/২০১৫ ইং তারিখে ভোলা সদর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫০৮ নং দলিলে উক্ত আবদুর রব এর নিকট হইতে আকতার হোসেন খরিদ করিয়া মালিক দখলকার নিযুক্ত নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর আমি উক্ত আকতার হোসেন এর নিকট হইতে ভোলা সদর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের ৪৫৪০ নং দলিলে আমি খরিদ করিয়া মালিক ও চলমান জরিপে ৮৯৯ নং ডি,পি পর্চায় নিজ নামে রেকর্ড করিয়া মালিক দখলকার নিযুক্ত আছি।

আপনি দলিল গ্রহীতা আমার সহোদর বড় বোন হন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার মনোবাসনা যে, আমার ভোগদখলীয় সম্পত্তি হইতে কতেক সম্পত্তি আপনাকে হেবা ঘোষনা দিব। তাই আমি জীবিত কাল মধ্যে আমার উপরোক্ত মনোভিপ্রায় পূর্ণ করার মানসে ইতিপূর্বেই ইসলামীক শরিয়ত মোতাবেক হাজিরানা মজলিসে আমার ভোগদখলীয় সম্পত্তি আপনার ভোগদখলে বুঝাইয়া দিয়াছি। যাহা আপনি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে দলিল রেজিষ্ট্রী করা আইনত বাধ্য বিধায় অদ্য হাজিরে আসিয়া হেবার ঘোষনা পত্র দলিল খানা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে উক্ত জমির প্রতি আমি কিংবা আমার ভাবী ওয়ারিশানগন বা আমার পক্ষে কেহ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবেক না। যদি কেহ দাবী করে কি কাহারও দ্বারা দাবী করাই তাহা বাতিল এবং সর্বাদালতে অগ্রাহ্য হইবে।

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

ঙ ১১৮১২৭৫

০৮। একাধিক ক্রেতা/গ্রহীতার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত/অর্জিত জমির হারাহারি মালিকানার বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

ক্রেতা / গ্রহীতার নাম	মালিকানার পরিমান

০৯। একাধিক বিক্রেতা/হস্তান্তরকারীর ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত জমির হারাহারি মালিকানার বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

বিক্রেতা / হস্তান্তরকারীর নাম	মালিকানার পরিমান
বিবি রাহিমা	৭৫ (পচাত্তর) শতাংশ

১০। সম্পাদনের তারিখ (বাংলা ও ইংরেজী) ঃ- ১৪২৩ চৌদ্দ শত তেইশ সাল বাংলা তারিখ ১৩ ই শ্রাবণ - ২৮/৭/২০২৩ ইং, সন -

১১। সম্পত্তির তফসিল ঃ

জেলা-ভোলা, উপজেলা ও সদর সাবরেজিষ্ট্রী অফিস ভোলার অধীন হাল ৩০ নং তৌজিভুক্ত। ৮৬ নং জে.এল. মৌজা চর সামাইয়া বর্তমান মালিক বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভোলা সদর তদাধীন এস,এ ৫৪৪ পাচশত চুয়াল্লিশ নং খতিয়ানের রায়তি মোট জমি ১-৫০ শতাংশ জমিকাত বার্ষিক জমা মং ৫/৫০ পয়সা জমার জমিতে আমি দাতা অত্র দলিলের ৭নং দফার বর্নিত মতে মালিক দখলকার নিযুক্ত আছি। তাহা হইতে মোঃ ৭৫ (পচাত্তর) শতাংশ জমি অত্র হেবা ঘোষনা পত্রের স্বত্ত্ব বটে।

এস,এ দাগ : $\frac{১৬৫৩}{১}$ ষোলশত তিপ্পান্ন এর বাটা এক নং দাগভূক্ত। বর্তমান হাল জরিপে ৮৯৭ নং খতিয়ানের হালে ৪০৪৫/৪০৪৬ দাগভূক্ত।

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

৮০৫ ৫২৪১৫৫ ৫২৬১৬৫ ৩২৫

৳১০ ৳১০

দশ টাকা

ঙ ১১৮১২৭৬

১২। হস্তান্তরিত সম্পত্তির চৌহদ্দির বিবরণ ঃ

উত্তরে ঃ নুরুন্নাহার আক্তার	দক্ষিণে ঃ শাহিনা আক্তার

পূর্বে ঃ [illegible]	পশ্চিমে ঃ [illegible]

১৩। হস্তান্তরিত সম্পত্তির পরিমান অংকে ও কথায় ঃ ৭৫ (পচাত্তর) শতাংশ জমি হেবা ঘোষনা পত্রের স্বত্ব বটে।

১৪। হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য পরিশোধের বিবরণ (অংকে ও কথায়) ঃ মূল্য মং ৬,৫৫,০০০/-(ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা হেবা ঘোষনা পত্র দলিল বিধায় মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন হয় নাই।

১৫। হস্তান্তরিত সম্পত্তির হাত নকশা ও পরিমান ঃ
উপজেলা ভোলা, মৌজা-চর সামাইয়া
জে.এল. নং-৮৬
ভোগ দখলীয় $\frac{১৬৫৩}{১}$ দাগে ভোগ দখল করিবেন।

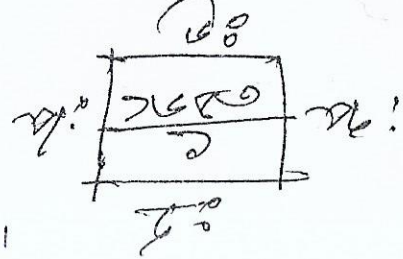

১৬। কৈফিয়ত (যদি থাকে) ঃ [illegible]

১৭। দলিল পাঠ করিয়া/করাইয়া আমরা উহার মর্ম অবগত ও সম্মত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম ঃ

দাতার স্বাক্ষর ঃ [illegible]

গ্রহীতার স্বাক্ষর ঃ [illegible]

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

৩০৮

০২/৪/০২৮ ২৫/৬/১৮ ৫৩৮

৳১০ ৳১০

দশ টাকা

ঙ ১১৮১২৭৭

১৮। স্বাক্ষীগনের নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

ক) নাম ঃ

পিতার নাম

মাতার নাম

গ্রাম ঃ

উপজেলা/থানা ঃ

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ 28/9/22

ডাকঘরঃ

জেলা ঃ

খ) নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

গ্রাম ঃ

উপজেলা/থানা ঃ

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ 28/9/22

ডাকঘরঃ

জেলা ঃ

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

ঙ ১১৮১২৭৯

২০। হস্তান্তরিত সম্পত্তির সঠিক পরিচয় এবং বাজার মূল্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইয়া আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অত্র দলিলের মুসাবিদা করিয়াছি / লিখিয়া দিয়াছি এবং পক্ষগনকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি।

দলিলটি ১১ ফর্দ্দে লিখিত।

মুসাবিদাকারী বা দলিল লেখকের নাম ঃ মোঃ ইয়াছিন

স্বাক্ষর

ঠিকানা-গুলি, সনদ নং-৫৯, ক্রমিক নং- ১২২

অফিসের নাম ঃ সদর সাবরেজিষ্ট্রি অফিস, ভোলা।

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

৳১০ ৳১০

দশ টাকা

ঙ ১১৮১২৭৯

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

70

কঞ ৫০৩০৬৯৮

২১। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১৪২ নং আদেশ ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রীশন আইনের section 52 A (g) এবং ১৮৮২ সনের সম্পত্তির হস্তান্তর আইনের section 53 E অনুসারে প্রদত্ত হলফনামা)

বরাবর, সাব রেজিষ্ট্রার.....জেলা, ভোলা।

হলফকারী/হলফকারীগনের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা/বয়সঃ

আমি/আমরা ঘোষনাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশের (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিক হইলে উক্ত দেশের নাম) নাগরিক।

আমি/আমরা ঘোষনা করিতেছি যে

ক) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২সনের পি, ও নং ৮) এর অধিন ক্রোকের আওতাধিন নহে।

খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনায় ও নিষ্পত্তি) আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২সনের পি, ও নং ১৬) এর অর্থনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে।

গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি আপাতত" বলবৎ কোন আইনের অধিন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হয়নাই।

ঘ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানের সহিত সাংঘর্সিক নহে।

ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং (লিমিটেশন) আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি, ও নং ৮) এর অনুচ্ছেদ ৫ এর অনুযায়ী বাতিল যোগ্য নহে এবং

চ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরন সঠিক ভাবে বর্নিত হইয়াছে এবং উহ্য অবমূল্য করা হয় নাই এবং উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরনে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।

কঞ্চ ৫০৩০৬৯৭

আমি আমরা আরও ঘোষনা করিতেছি যে,

আমি/ আমরা দলিলে বর্নিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক অন্য কোন পক্ষের সহিত এই সম্পত্তির বায়না বা চুক্তি স্বাক্ষর হয় নাই বা অন্য কোথাও হস্তান্তর হয় নাই বা অন্য কোন

পক্ষের নিকট বন্ধক রাখা হয় নাই।
দলিলে বর্নিত সম্পত্তিতে আমার /আমাদের বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল আছে এবং প্রদত্ত বিবরন আমার/ আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্যঃ
তারিখ 26/9/2023
হলফকারীর/হলফকারীগনের স্বাক্ষরঃ

সনাক্তকারীর ঘোষনাঃ

এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, হলফকারী / হলফকারীগনের আমার পরিচিত এবং আমার সম্মুখে তিনি / তাহারা দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন (বা আমি / তাহার বা তাহাদের বা --------নং ক্রমিকধারী হলফকারীর নাম বকলমে লিখিয়া দিয়াছি।

সনাক্তকারীর স্বাক্ষরঃ

২২। সাব রেজিষ্ট্রারের নাম ও পদবী সহ স্বাক্ষর ও তারিখঃ

মোহাম্মদ সেলিম মল্লিক
সাব-রেজিস্ট্রার, ভোলা।
২৮/৭/১৬

(১)

ং ৫৪৬৩

আর এস খতিয়ান

জেলা : কুমিল্যা থানা : চাঁদপুর খতিয়ান নং : ৩ রিসার্ভে নং :

মৌজা : গুণরাজদী জে এল নং : ৮৮ পরগণা : পুরচন্ডী তৌজি নং : ১৪৩

উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			মন্তব্য	ধারামতে ও কোন তারিখ হইতে	
খতিয়ান নং মায় বাটা	বিবরণ ও দখলকার [সংক্ষিপ্ত]	পরস্পর অংশ	খাজানা	সেস	শিক্ষা সেস		খাজানা	সেস
২	মহব্বতআলী পাটারী	১	৪৷৵৩ মং চারি টাকা দশ আনা তিন পাই মাত্র	৵৬	।/	২৪/১		

অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ	অত্র স্বত্বের শ্রেণী (এবং বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ)
আকবর আলী পাটারী পিং কমরদ্দিন পাটারী সাংনিজ	১			রায়তি
৪৯,৫০,৫১,৫২ বা ৫৩ ধারামতে নোট বা পরিবর্ত্তন [গায় গোকাদ্দমা নং এবং সন]				

দুই টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

অত্র স্বত্বের নিজ দখলীয় জমি							
	জমির রকম	মন্তব্য	দাগের মোট পরিমাণ		দাগের মধ্যে অত্র স্বত্বের অংশ	দাগের মধ্যে অত্র স্বত্বের অংশের জমির পরিমাণ	
			এঃ	শঃ		এঃ	শঃ
২৮/৫৭২	ডেগীচর	আগত খং	৪	৩৬	১		১৫
৫২৮/৫৯৮	নাল	২		-	১		৪৬
৫২৮/৫৯৯	নাল			৩৮	I/৬II//		১৩
৫২৮/৬০০	পুকুর						১২
৫২৮/৬০১	কবরস্থান				১		০৫
৫২৮/৬২৫	নাল				১		১৮
------------ ৬দাগমাত্র							
	নিজ দখলীয় জমির মোট পরিমাণ					১	০৯
অধীনস্ত স্বত্বের খাজানা প্রাপকের খতিয়ান নম্বর (মায়বাটা)		অধিনস্থ স্বত্বের বিভিন্ন খতিয়ানের নম্বর					
অধীনস্থ স্বত্বের মোট পরিমাণ							
সর্বমোট						১	০৯

লিখক
মোঃ [illegible]
রেকর্ড কিপার
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর।

তুলনাকারী
মোঃ [illegible]
অফিস সহকারী
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর।

নিরীক্ষিত ও সঠিক
মোঃ [illegible]
রেকর্ড কিপার
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর

[illegible]

অন্য স্বত্বের বিবরণ পত্তনি তালুক কাসিম পাটওয়ারী

স্বত্বাধিকারীর শ্রেণী – মধ্যস্বত্বাধিকারী

- ৫৪৬৩।

স্বত্বের স্বরূপ – চিরস্থায়ী ৬৬ [illegible]

খতিয়ান নং-

ত্রিপুরা

থানা ঃ চাঁদপুর

তৌজি নং – ৫৩

মৌজা ঃ [illegible]

জে. এল. নং- ৮৮

রেসার্ভে নং-

মালিক, অকৃষি প্রজা বা ইজারাদারের নাম ও ঠিকানা	অংশ	রাজস্ব/খাজনা টাকা	রাজস্ব/খাজনা পয়সা	.... ধারামতে ধার্য্য রাজস্ব যে তারিখ হইতে আমলে আসিবে	অন্য স্বত্ব ~~মন্তব্য~~	অত্র স্বত্বের শ্রেণী বিশেষ নিয়ম ও অনুমান
১	২	৩				
[illegible] তালুক [illegible] হিং ॥• ; [illegible] চরণ রায় গং (খা, কিঃ)	॥•	৩/•		স্বত্বের বিবরণ দখল ও [illegible]: [illegible] পাটওয়ারী; [illegible] পাটওয়ারী; মৃত – মহম্মদ ওয়ারিশ পাটওয়ারী; আব্দুল ওয়াহেদ পাটওয়ারী; [illegible] আলী পাটওয়ারী; মৃত – [illegible] পাটওয়ারী; [illegible] পাটওয়ারী; [illegible] আলী পাটওয়ারী; [illegible] আলী পাটওয়ারী; [illegible] মিয়া পাটওয়ারী; [illegible] মিয়া পাটওয়ারী; আব্দুল জলিল পাটওয়ারী; মৃত – কাসিম পাটওয়ারী; ওমেদজান বিবি; ৩; কাসিম পাটওয়ারী		

১৮৮৪ সনের ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখের রেজি [illegible] অনুসারে [illegible]

[illegible]

স্বাক্ষর

.... ধারামতে নোট বা পরিবর্তন

দাগ নং	জমির শ্রেণী		[illegible] ~~রাজস্ব~~	[illegible] ~~দাগের মোট পরিমাণ~~		দাগের মধ্যে অত্র খতিয়ানের হিস্যা	দাগের মধ্যে খতিয়ানের জমির পরিমাণ	
	কৃষি	অকৃষি		একর	শতাংশ		একর	শতাংশ
৭	৮		৯	১০		১১	১২	
৩১	নাল		ইউসুফ পাটোয়ারী গং	দঃ [illegible] পাটোয়ারী		১	–	৫৮
৫২	নাল		ইউসুফ আলী	"		১	–	২৭
৩৬	নাল		মুঃ [illegible] তহশিলদার গং	দঃ [illegible] পাটোয়ারী গং		১	–	৬২
২৫৩	ভিটা		[illegible] পাটোয়ারী	দঃ [illegible] আলী		১	–	২৩
২৫৪	নাল		[illegible] গং	দঃ [illegible] পাটোয়ারী		১	–	৫১
২১৬	নাল		[illegible] গং	দঃ ইউসুফ পাটোয়ারী		১	–	৩৪
২১৭	নাল		ইউসুফ পাটোয়ারী	দঃ [illegible] আলী পাটোয়ারী		১	–	৩৩
২১৮	নাল		নিজ গং [illegible]	দঃ [illegible]		১	–	৫৭
২১৯	নাল		[illegible] পাটোয়ারী	দঃ [illegible] আলী পাটোয়ারী		১	–	৭২
১৬৪	নাল		[illegible] গং	দঃ [illegible] পাটোয়ারী গং – [illegible]		১	–	৬৩

লিখক [illegible]
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর

[illegible]

[illegible] ১৭ টি

[illegible] ৬ ৪২

যাচাইকারী [illegible]

নিরীক্ষিত ও সঠিক [illegible]

মোট: [illegible]

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-কম্পিউটার শাখা-১২৪৭/০২-০৩/(সং)-০১-০৪-২০০৩-৫,০০,০০০ কপি।

৫

ই, বি, ফরম নং ৫৪৬৩

আর এস খতিয়ান

জেলা : কুমিল্লা থানা : চাঁদপুর সদর খতিয়ান নং : ৫ রিসার্ভে নং :

মৌজা : গুণরাজদী জে এল নং : ৮৮ পরগণা : পুরচন্ডি তৌজি নং : ১৪৩

উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			মন্তব্য	ধারাগতে ও কোন তারিখ হইতে	
খতিয়ান নং মায় বাটা	বিবরণ ও দখলকার [সংক্ষিপ্ত]	পরস্পর অংশ	খাজানা	সেস	শিক্ষা সেস		খাজানা	সেস
	২ মহববত আলী গং	১৲	৪৷৵৩ মং চারি টাকা দশ আনা তিন পাই মাত্র	৵৬	।১	২৪/১		

অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ	অত্র স্বত্বের শ্রেণী (এবং বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ)
আবদুল আজিজ পিং আকবর আলী সাং নিজ আবদুল মজিদ পিং আবদুল আজিজ ফতেমা খাতুন জং আবদুল গফুর সাং নিজ আবু ছায়েদ পিং হায়দর আলী সাং নিজ	১৲			রায়তি
৪৯,৫০,৫১,৫২ বা ৫৩ ধারামতে নোট বা পরির্ত্তন [মায় মোকাদ্দমা নং এবং সন]				

দুই টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

অত্র স্বত্বের নিজ দখলীয় জমি

	জমির রকম	মন্তব্য	দাগের মোট পরিমাণ		দাগের মধ্যে অত্র স্বত্বের অংশ	দাগের মধ্যে অত্র স্বত্বের অংশের জমির পরিমাণ	
			এঃ	শঃ		এঃ	শঃ
?/৫৭২	-	-	-	-	-		
৫২৮		আগতনংখং-২	৪	৩৬			১৬
৫২৮/৬০৫	নাল						৭৭
৫২৮/৫৯৯	নাল						৩১
৫২৮/৬০০	পুকুর						১২
৫২৮/৬০১	কবরস্থান						১৩
৫২৮/৬২৪	নাল						০৪
							১৮
৭/দাগমাত্র							
	নিজ দখলীয় জমির মোট পরিমাণ					১	৭১
অধীনস্ত স্বত্বের খাজানা প্রাপকের খতিয়ান নম্বর (মায়বাটা)	অধিনস্থ স্বত্বের বিভিন্ন খতিয়ানের নম্বর						
	অধীনস্থ স্বত্বের মোট পরিমাণ						
	সর্বমোট					১	৭১

লিখক
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
রেকর্ড কিপার
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর।

যাচাইকারী
(মোঃ জসিম উদ্দীন সরদার)
অফিস সহকারী
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর

নিরীক্ষিত ও সঠিক
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
রেকর্ড কিপার
জেলা রেকর্ড রুম, চাঁদপুর